দৈনিক সংবাদ

190

তারিখ 29 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তৎপরতা পরিদর্শন ও কিছু কথা

ওয়াহিদুল ইসলাম মামুন

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সেই পাকিস্তানি আমলেই হোক বা তার পরবর্তী স্বাধীনতাত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানকে আসতে কোন না কোনভাবে বিরোধিতার বা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু গত ৯ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী, ছিল না বিরোধী ছাত্রসংগঠন কর্তৃক কোন মিছিল অথবা ছিল না কোন কালো ব্যাচ ধারণ। কারণ দেশ এখন ভয়াবহ বন্যার কবলে পতিত। শতাব্দীর এই ভয়াবহ করালগ্রাসী বন্যায় দেশের কোটি কোটি মানুষ প্লাবিত। আর প্রধানমন্ত্রীর ক্যাম্পাসে এই আগমনও ছিল না কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রধানমন্ত্রীর ক্যাম্পাসে আগমনকে আমরা সাধুবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রী এসেছেন দেশের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী দেশের আর্তমানবতার সেবায় এই মুহূর্তে তারা কি করছেন তা সরোজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অতীতের ন্যায় এবারও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে তাদের পাশে দাঁড়াতে ভুল করেনি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, বিএনসিসি নাট্য-গোষ্ঠী, রোভার স্কাউটসহ সর্বমহল এগিয়ে এসেছে অকাতরে, নিঃস্বার্থভাবে। যারপ্রমাণ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ গত ২৬শে আগস্ট ডাকসু ভবনে রুটি ও খাবার স্যালাইন তৈরি কর্মসূচি চালু করেছে। সংগঠনের শত শত নেতা কর্মী প্রতিদিন হাজার হাজার রুটি ও স্যালাইন তৈরি করছে। অন্যদিকে ছাত্রদল গত ১লা সেপ্টেম্বর বিজনেস স্টাডিজ ভবনে শুরু করেছে খাবার স্যালাইন প্রকল্প। প্রতি দিন তৈরি করছে প্রায় ৫ হাজার স্যালাইন। ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় জিমন্যাসিয়ামে ত্রাণ ক্যাম্প খুলছে। এছাড়াও বিএনসিসি, রোভার স্কাউটস, রেঞ্জারদের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে টিএসসিতে এবং তিনটি ছাত্রীহলে প্রতিদিন ১০ হাজার রুটি তৈরি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই ত্রাণ তৎপরতা নিঃসন্দেহে জাতির নিকট প্রশংসারযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যখন সর্বত্রই রুটি, স্যালাইন ও বিশুদ্ধ খাবার পানিসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে রৈ, রৈ অবস্থা, সকল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে যখন সকল ছাত্র সংগঠনের নেতাদের মধ্যে আর্তমানবতার সেবার ভাব বিরাজ করছে ঠিক সেই মুহূর্তে দেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর আগমন নিঃসন্দেহে তাদের আত্মচেতনা, তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা আজ গর্বিত তাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য। একজন ছাত্রনেতার মন্তব্য ঃ আমাদের ত্রাণ তৎপরতা দেখতে প্রধানমন্ত্রীর আগমন, বাহ! তাহলে তো ত্রাণ তৎপরতা আরো জোরদার করা উচিত।

কিন্তু আজ আমাকে তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ ছাত্রকে একটি কথা বলতে হচ্ছে, কোন রাজনৈতিক বা ছাত্র সংগঠনের সমর্থক হয়ে নয় একান্তই মানবিকতার বিচারে, তাহলো প্রধানমন্ত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো ত্রাণকার্যে নিজে স্যালাইন, রুটি বানিয়ে অংশগ্রহণ করে গেলেন তখন কিন্তু তার এটাও উচিত ছিল ছাত্রদলের স্যালাইন কর্মসূচিটাও পরিদর্শন করা। সেটা কিন্তু ছিল ছাত্রলীগের ত্রাণ কার্যের প্রায় ১০০ গজ দূরে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী যদি এই ১০০ গজ দূরে গিয়ে তাদের ত্রাণকার্যটা পর্যবেক্ষণ করতেন তাহলে সম্ভবত তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতো না কোন অংশেই বরং বৃদ্ধি ছাড়া। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারের একজন প্রধান হয়ে মাননীয় ভিসি মহোদয়ও প্রধানমন্ত্রীকে অন্তত এই কাজটি করতে অনুরোধ করতে পারতেন। কারণ প্রধানমন্ত্রীর ক্যাম্পাসে ত্রাণকার্য পরিদর্শন করতে গিয়ে যদি একাংশ পরিদর্শন বাদ থাকে তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? এর দ্বারা কি এটা প্রমাণিত হয় না যে এখানেও রাজনৈতিক পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়? যেখানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী গত ৮ই সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে ঘোষণা দিয়েছেন আসুন আমরা দলমত নির্বিশেষে অতীতের সকল খুঁত ও ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াই। কিন্তু এটা কি তার প্রমাণ? শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নয় আসলে দেশের সর্বক্ষেত্রেই আমাদেরকে সব ভেদাভেদ অবশ্যই ভুলতে হবে, সকলে একযোগে অবশ্যই কাজ করতে হবে নতুবা শতাব্দীর এই ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলা করা একার পক্ষে কারও সম্ভব নয়। বন্যার আজ প্রায় ৭০ দিন চলছে অথচ আমাদের দেশে বন্যা নিয়ে হচ্ছে রাজনীতি। জাতির এই দুর্যোগময় মুহূর্তে আমরা আশা করছি সরকার ও বিরোধীদল একত্র হয়ে নিরন্ন, বিবস্ত্র, ভাসমান মানুষের পাশে দাঁড়াবে তাহলেই সার্থক হবে দেশ, জাতি।

(লেখক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র)